بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২৬শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ বর্ণনার ধারাবাহিকতায় খোদা তা'লার প্রতি তাঁর অসাধারণ ও অতুলনীয় ভালোবাসার কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, বিগত খুতবায় আমি মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শের প্রেক্ষাপটে কয়েকটি তাঁর আচরিত জীবনের কয়েকটি দিক উল্লেখ করেছিলাম। আজ খোদা তা'লার প্রতি তাঁর ভালোবাসার কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরব। তিনি (সা.) খোদাকে ভালোবাসতেন, এর বিপরীতে খোদা তা'লাও তাঁকে ভালোবাসতেন এবং তাঁকে পথনির্দেশনা প্রদান করতেন। অতঃপর তিনি (সা.) খোদা তা'লার প্রতি ভালোবাসায় আপ্লুত হয়ে উম্মতের তরবীয়ত করেছেন। সূরা যোহায় আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, **"আমরা যখন তোমাকে নিজ জাতির হিদায়াতের চিন্তায় বিভোর পেলাম তখন তোমাকে তাদের সংশোধনের উত্তম পদ্ধতি শিখিয়ে দিলাম।"** এ আয়াতের আরেকটি অর্থ হলো, **"আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে তাঁর ভালোবাসায় বিভোর পেয়েছেন যার ফলে তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি তাঁকে লাভ করেছেন।"**

আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাঁর ভালোবাসার অনেক ঘটনা আমরা হাদীস থেকে জানতে পারি। যেমন তিনি (সা.) দোয়া করতেন, **اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ** অর্থাৎ, **হে আমার আল্লাহ্। আমি তোমার নিকট তোমার ভালোবাসা কামনা করি আর তার ভালোবাসা চাই যে তোমাকে ভালোবাসে আর এরূপ কাজের সামর্থ্য যাচনা করি যার মাধ্যমে তোমার ভালোবাসা লাভ হবে। হে আমার আল্লাহ্! তুমি তোমার প্রতি ভালোবাসাকে আমার নিজ সত্তা, পরিবার-পরিজন এবং শীতল পানির চেয়ে আমার জন্য প্রিয়তর করে দাও।** হুযূর (আই.) বলেন, এ দোয়া এখন আমাদের মধ্য হতে প্রত্যেক সেই ব্যক্তির করা উচিত যে মুহাম্মদ (সা.)-কে ভালোবাসার দাবি করে আর যে চায় আল্লাহ্ তা'লার প্রিয় বান্দা হতে এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপা লাভ করতে। অনুরূপভাবে হযরত আয়েশা (রা.) এক স্থানে বর্ণনা করেন, সূরা নাসর অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে যখনই তিনি (সা.) নামায পড়তেন এই দোয়া করতেন, **"সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফিরলী"** অর্থাৎ, **হে আমাদের প্রভু! তুমি তোমার প্রশংসাসহ পবিত্র। হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে ক্ষমা করো।**

আল্লাহ্ তা'লার প্রতি মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসার একটি ঘটনা হযরত আয়েশা (রা.) এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, এক রাতে আমি তাঁর পাশে শুয়েছিলাম। হঠাৎ আমি তাঁকে না পেয়ে হাত নেড়ে খুঁজতে থাকি, তখন তাঁর পায়ে আমার হাত লাগে আর আমি দেখি, তিনি (সা.) সেজদায় লুটিয়ে পরে আছেন আর এ দোয়া করছেন, **"হে আল্লাহ্! আমি তোমার অসন্তুষ্টি থেকে তোমার সন্তুষ্টির আশ্রয় প্রার্থনা করি। তোমার শাস্তি থেকে ক্ষমার আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমি গণনা করে তোমার প্রশংসা করতে পারি না। তুমি তেমন-ই যেমন-টি তুমি তোমার নিজের প্রশংসা করেছ।"** আরেকটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এক রাতে আমার ঘরে মহানবী (সা.)-এর পালা ছিল। কিন্তু শোয়ার কিছুক্ষণ পরেই তিনি নীরবে বাইরে বের হয়ে যান। আমি ভাবলাম, তিনি অন্য কোনো স্ত্রীর ঘরে গিয়ে থাকবেন। তাই আমি পর্যবেক্ষণ করতে বাইরে বের হই। বের হয়ে দেখি, তিনি (সা.) কাপড়ের পুটলির ন্যায় মাটিতে সেজদায় পড়ে আছেন। আর আমি তাঁকে এ দোয়া করতে শুনি যে, **"হে আমার আল্লাহ্। তোমার জন্য আমার দেহ ও প্রাণ সেজদারত, আমার হৃদয় তোমার প্রতি ঈমান এনেছে। হে আমার প্রভু! আমার যে দুই হাত**

তোমার সামনে প্রসারিত করেছি আর একইসাথে এদ্বারা আমি আমার প্রাণের ওপর যে যুলুম করেছি তাও তোমার সামনে উপস্থাপন করছি।" অতঃপর তিনি (সা.) সেজদা থেকে উঠে হযরত আয়েশা (রা.)-কে দেখে সেখানে আসার কারণ জিজ্ঞেস করেন। হযরত আয়েশা (রা.) তার সন্দেহের কথা বলেন। তিনি (সা.) বলেন, **"নিশ্চয় কতিপয় সন্দেহ পাপ। তুমি কী আমাকে সন্দেহ করেছ? আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো।"** এরপর তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-কে এ দোয়াটি পড়তে বলেন এবং এও বলেন, **"তুমি সেজদায় এ দোয়াটি পাঠ কোরো। যে ব্যক্তি এ বাক্যগুলো পাঠ করবে সে সেজদা থেকে মাথা তোলার পূর্বেই ক্ষমা লাভ করবে।"**

হযরত ইবনে উমর (রা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, মহানবী (সা.)-এর সবচেয়ে চমৎকার ও অভিনব বিষয় যা আপনি তাঁর মাঝে দেখেছেন, তা আমাদের বলুন। হযরত আয়েশা (রা.) একথা শুনে কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, তাঁর সব বিষয়ই ছিল চমৎকার ও অভিনব। একবার তিনি (সা.) রাতে আমার সাথে শায়িত হয়ে আমাকে বলেন, **"তুমি আজ আমাকে অনুমতি দিলে অবশিষ্ট সারা রাত আমি আমার প্রভুর ইবাদত করে কাটাতে চাই।"** আমি বলি, আপনার নৈকট্য এবং আপনার ইচ্ছাপূরণ আমি দু'টোরই আকাঙ্ক্ষী। এরপর তিনি অনুমতি দিলে মহানবী (সা.) দাঁড়িয়ে পবিত্র কুরআন পাঠ করতে আরম্ভ করেন এবং কাঁদতে থাকেন। এভাবে সারা রাত তিনি (সা.) খোদার স্মরণে কাঁদতে কাঁদতে কাটিয়ে দেন। হযরত বেলাল (রা.) ফজরের নামাযের জন্য ডাকতে এসে তাঁর এ অবস্থা দেখে নিবেদন করেন, **হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কাঁদছেন অথচ আল্লাহ্ তা'লা আপনার পূর্বাপর সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন! তিনি (সা.) বলেন, আমি কী তাঁর কৃতজ্ঞা বান্দা হব না?**

মহানবী (সা.) যখন আকাশে মেঘ দেখতেন তখন এদিক-সেদিক, ভেতর-বাইরে আসা-যাওয়া করতেন এবং তাঁর চেহারা পরিবর্তন হয়ে যেত আর যখন বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হয়ে যেত, তখন তাঁর দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যেত। হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর এই অবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করলে মহানবী (সা.) বলেন, **'আমি জানি না, এটি ঐ মেঘ না তো যার ব্যাপারে আদ জাতি বলেছিল,** সূরা আল-আহকাফের আয়াত অনুযায়ী **-এই যে মেঘ আসছে যা আমাদের ওপর বর্ষিত হবে, কিন্তু তা তাদের ওপর আযাব নিয়ে এসেছিল।'** আরেক বর্ণনায় রয়েছে, মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীগণ মেঘ থেকে প্রথম বর্ষিত পানির বিন্দু পড়ার জন্য মাথা উন্মুক্ত করতেন আর বলতেন, **আমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এই অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছে আর এটি সর্বাধিক কল্যাণমণ্ডিত।**

একবার মহানবী (সা.) কাবা শরীফে নামায আদায় করছিলেন। এ সময় উকবা বিন আবী মুঈদ এসে তাঁর কাপড় মহানবী (সা.)-এর গলায় পেঁচিয়ে জোরে টানতে শুরু করে। ইতব্যসরে হযরত আবু বকর (রা.) সেখানে উপস্থিত হন এবং তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন এবং বলেন, **তুমি এ ব্যক্তিকে কেবল এ কারণে মারছ যে তিনি বলেন, আল্লাহ্ আমার প্রভু? তিনি তো কেবল আল্লাহ্‌র ভালোবাসায় বিভোর আর তাঁর-ই ইবাদত করছেন।** কাফিররা তাঁর (সা.) খোদার প্রতি ভালোবাসা দেখে অকপটে বলে উঠত, إِنَّ مُحَمَّدًا عَشِقَ رَبَّهُ অর্থাৎ, **মুহাম্মদ (সা.) তাঁর প্রভুর ভালোবাসায় বিভোর।** হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ সম্পর্কে বলেছেন, **'মহানবী (সা.) এক সত্তার গভীর প্রেমিক ও দিওয়ানা হয়েছিলেন আর এরপর তিনি তা পেয়েছেন যা পৃথিবীর আর কেউ পায়নি। তিনি খোদা তা'লাকে এতটা ভালোবাসতেন যে, সাধারণ লোকেরাও বলত, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর প্রভুর ভালোবাসায় বিভোর হয়ে গেছেন।'**

হুযূর (আই.) বলেন, এখানে মহানবী (সা.)-এর এরূপ আদর্শ এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি গভীর ভালোবাসার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছি। এ আদর্শের প্রভাবে তাঁর সাহাবীদের জীবনে এক মহান বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছিল আর তারা সেই মর্যাদা লাভ করেছিলেন, ইতঃপূর্বে যা

প্রাপ্তির আশাও করা যেত না। অতএব, আমরা বর্তমানে যখন এই দাবি করি যে, আমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসারী আর আমরা তাঁর নিষ্ঠাবান দাসের হাতে বয়আত করে এর নবায়ন করেছি এবং এ অঙ্গীকার করেছি যে, ভবিষ্যতে আমরা নিজেদের জীবনকে খোদা তা'লা কর্তৃক নির্দেশিত পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করব, তাহলে আমাদেরকে এদিকে মনোযোগ দিতে হবে যে, আমাদের সকল কাজ নিষ্ঠাপূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র জন্য করতে হবে আর তাঁর ভালোবাসায় উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। আমরা যদি এরূপ করতে পারি তাহলেই আল্লাহ্ তা'লার কৃপার উত্তরাধিকারী হতে পারব, তাঁর উম্মত হিসেবে যথাযথ অধিকার প্রদানকারী হতে পারব এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার দাবি পূর্ণকারী হতে পারব এবং তাঁর প্রকৃত অনুসারী সাব্যস্ত হতে পারব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দিন।

এরপর হুযূর (আই.) দোয়ার তাহরীক করে বলেন, **পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য দোয়া করুন। মোবারক সানী সাহেবের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে একটি মামলা চলছিল, সম্প্রতি সেশন জজ তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় প্রদান করেছে আর তার অপরাধ উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি পবিত্র কুরআন পাঠ করতেন এবং অন্যদের পড়াতেন।** ন্যায়পরায়ণ লোকেরা এই ঘৃণ্য রায়ের বিপক্ষে সোচ্চার হলেও ধর্মান্ধ মৌলভীরা বিচারকের প্রশংসা করছে। যাহোক, আমরা দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'লা শীঘ্রই তাদেরকে ধৃত করার ব্যবস্থা করুন। শীঘ্রই আল্লাহ্‌র শাস্তি তাদের ওপর আপতিত হবে, ইনশাআল্লাহ্। কিন্তু আমরা দোয়া কিংবা ইবাদতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছি না বলেই ঐশী শাস্তি অবতরণে বিলম্বিত হচ্ছে। দোয়ার প্রতি অধিক মনোযোগী হতে হবে। অনুরূপভাবে সারা বিশ্বের নিপীড়িত ও নির্যাতিতদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা সর্বত্র শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করুন এবং সব ধরনের বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা থেকে আহমদীদের নিরাপদ রাখুন, আমীন।

পরিশেষে হুযূর (আই.) দু'জন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করেন। প্রথমজন হলেন, কাদিয়ান নিবাসী **মুকাররম মওলানা জালালউদ্দীন নাইয়্যার সাহেব** যিনি প্রাক্তন সদর, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া এবং সদর মজলিস তাহরীকে জাদীদ ছিলেন। দ্বিতীয়জন হলেন, মীর মুশতাক আহমদ সাহেবের পুত্র **মুকাররম মীর হাবীব আহমদ সাহেব।** তারা উভয়ে সম্প্রতি ইন্তেকাল করেছেন, **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন**। হুযূর (আই.) প্রয়াতদের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণের পর তাদের ক্ষমা ও কৃপা লাভের জন্য দোয়া করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)